CS (MAIN) EXAM, 2010

Sl. No. 398

A–DTN–K–JM–2

BENGALI

(Compulsory)

Time Allowed : Three Hours	Maximum Marks : 300

INSTRUCTIONS

Candidates should attempt ALL questions.

The number of marks carried by each question is indicated at the end of the question.

Answers must be written in Bengali, unless otherwise directed.

In the case of Question No. 3, marks will be deducted if the précis is much longer or shorter than the prescribed length.

1. নিচের যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে মোটামুটি ৩০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লিখুন : 100

   (a) আইন দিয়ে কী 'সম্মান রক্ষার জন্য হত্যা' বন্ধ করা সম্ভব ?

   (b) ভেজাল খাদ্যের বিপদ

   (c) কুসংস্কার বনাম যুক্তিবাদ

   (d) শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন

   (e) তথ্যাধিকার আইন দ্বারা কী স্বচ্ছ এবং ন্যায়পরায়ণ শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায় ?

2. নিচের গদ্যাংশটি পড়ে পরের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। উত্তরগুলি স্পষ্ট, সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত হবে : 10×6=60

সৌরশক্তি, সাধারণ পুনরুৎপাদিত শক্তিসমূহের অন্যতম, জীবাশ্ম-জ্বালানির উপর আমাদের নির্ভরতা কমানোর একমাত্র উপায়। কেননা ঐ জ্বালানি দীর্ঘ সময় ধরে দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। আমাদের গ্রহের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং ঘটমান গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া কমানোর একমাত্র চাবিকাঠি হল সৌরশক্তির ব্যবহার। সৌরশক্তির ব্যবহারের নানা সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এখনও এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না এবং জীবাশ্ম-জ্বালানির পরিবর্তরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে না। প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য আনুপাতিক উচ্চ মূল্য এর কারণ। তবুও প্রতি বছর প্রযুক্তিবিদ্যায় লক্ষণীয় উন্নতির ফলে মূল্য হ্রাস ঘটছে এবং নিশ্চিত, ধীর গতিতে একটা প্রয়োজনীয় পরিবর্ত তৈরি করছে। শক্তির বহনীয় এবং নির্মল উৎসগুলির সন্ধানে এক দূরদর্শী পদক্ষেপ হল সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'জওহরলাল নেহেরু জাতীয় সৌর মিশন'।

ফলে চাকরির সৃষ্টিতে এই সৌরক্ষেত্র হল সম্ভাবনাময়। গবেষণা ও প্রায়োগিক উদ্‌ভাবনায় এই ক্ষেত্র প্রচুর বিনিয়োগ করছে এবং চাকরি সৃষ্টি করছে যা উঁচু দরের অর্থাৎ দক্ষ, উঁচু মানের।

যদিও শক্তিক্ষেত্রে ভারত পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থানের অধিকারী, তবুও এখানে শক্তিসংকট খুবই তীব্র। সৌর পি.ভি. এই সংকট কমাতে পারে। এটি সম্পূর্ণ পরিবেশব্যবস্থা তৈরি করে সৌর উৎপাদন ক্ষেত্রের চাহিদা বাড়াবে। সৌর অবস্থানের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত হল সংস্থাপন এবং যন্ত্রবিজ্ঞান পদ্ধতির নক্‌শা। এই শিল্পকে বাড়াতে হলে, সৌরশক্তির দাম কমাতে গেলে দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস, পদ্ধতিগত ব্যয়ের ভারসাম্য কমানো বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(a) জীবাশ্ম-জ্বালানির উপর নির্ভরতা আমরা কেন কমাব ?

(b) সৌরশক্তি ব্যবহারের সুবিধা কী ?

(c) সৌরশক্তির ব্যবহার এখনও খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি কেন ?

(d) সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে সৌরশক্তি আনার কী চেষ্টা হয়েছে ?

(e) আমাদের তরুণদের জন্য উঁচু দরের দক্ষ চাকরি সৌরক্ষেত্র কিভাবে তৈরি করছে ?

(f) সৌরশক্তির দাম কিভাবে কমানো যায় ?

3. নিচের গদ্যাংশের সংক্ষিপ্তসার মূল রচনার এক-তৃতীয়াংশ দৈর্ঘ্যের মধ্যে লিখুন। কোনো শিরোনাম দেওয়া প্রয়োজনীয় নয়। প্রদত্ত শব্দসীমার মধ্যে সংক্ষিপ্তসার না লেখার জন্য নম্বর কাটা হবে। এই জন্য যে আলাদা সংক্ষিপ্তসার কাগজ দেওয়া হয়েছে, তাতে লিখুন। তারপর ঐ কাগজগুলি মূল উত্তরপত্রের মধ্যে সঠিকভাবে যুক্ত করুন : 60

প্রতিটি বিশেষ যুগকে যদি শিল্পের প্রকাশযোগ্য করতে হয়, তাহলে তাকে পুরোনো যুগের সীমানা থেকে মুক্ত করতে হবে এবং প্রাচীন কল্পনা ও মানসিক সীমাবদ্ধতাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। জীবন হল এক বহতা ধারা। যখন দ্রুত এবং মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, তখন বৈপ্লবিক পদ্ধতির মধ্যে এর গতি তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই সময় সামাজিক প্রয়োজনীয়তা সংস্কৃতির এক প্রগতিধারায় বাধ্য করে— পুরোনো শিকড়েরা শিথিল হয়ে একটা দ্বন্দ্ব গড়ে তোলে পুরোনো ছাঁদ আর অজাত নতুনের লড়াইয়ে। পুরোনো সংস্কৃতির ধ্বজাধারীরা, যাঁরা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য পরিবর্তনকে ভয় পান, তাঁরা নিজেদের নৈতিকতা ও সভ্যতার অভিভাবক বলে ঘোষণা করেন এবং নতুন আসন্ন ঢেউকে বিলম্বিত করেন, সেই সময় পরিবর্তনবাদীরা পুরোনো মানদণ্ড এবং বিধিকে অগ্রাহ্য করেন। সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি পর্যায়ে একটা সাংস্কৃতিক রূপ তার নিজস্ব প্রয়োজনীয়তাকে প্রকাশ করে যেমন বিগত যুগ যা পুরোনোকে সৃষ্টি করেছে, তা এই নতুন শক্তি বা প্রয়োগকে ব্যবহার

করতে পারে না কিংবা এর বিষয়ের মধ্যে নতুন আদর্শকে প্রতিফলিত আর করতে পারে না। এই সংগ্রামে পুরোনো সংস্কৃতির সমর্থকরা একসময়ে তাঁদের কাছে ঘৃণ্য এবং নিন্দিত বলে গণ্য অসাংস্কৃতিক এমনকি বর্বরোচিত পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ফলে একটি শক্তি যখন আর প্রগতিশীল থাকে না, তখন তা দমনকারী হয়ে ওঠে। শুধু নতুন সমাজই একমাত্র সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সুযোগ শিল্পীকে দিতে পারে।

আজকের দিনে জীবনের সমন্বয় নষ্ট হয়েছে বিশৃঙ্খল সমাজের দ্বারা যেখানে প্রতিটি কাজের শাখা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন, দার্শনিকের থেকে বৈজ্ঞানিকেরা, শিল্পীর সঙ্গে যন্ত্রবিদরা এবং প্রত্যেকে মহান স্পন্দিত অখণ্ড জীবনের তন্তুজাল থেকে যেখানে প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয় সাহায্যকারী উপাদান ভারসাম্য, সৌন্দর্য এবং সমগ্রের রূপরেখাকে যোগ করে। উদাহরণস্বরূপ এই সময়ে একটি যান্ত্রিক যন্ত্র শুধু জ্যামিতিক রূপরেখায় আবদ্ধ থাকছে না। যা দূষিত বাতাস-ধোঁয়ার উৎপাদক, আবেগহীন স্থাণু, তাকে নিচের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং উপরের আকাশের সঙ্গে সরলভাবে, গভীরভাবে সমন্বিত করা যায়; প্রাচীনকালের গল্পের এবং ঐতিহাসিক কাহিনীর তাকে আয়ত্তে এনে জীবনযাপন করা যায় নায়কোচিত এবং আবেগায়িতভাবে। আজকাল যন্ত্র মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই প্রসারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা চিত্রিত করে সেই শক্তি যা দিয়ে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির উপর আধিপত্য খাটিয়েছে, উপাদানকে জয় করেছে। এই দ্বন্দ্ব খুব পুরোনো মানুষেরই মতো। সৌন্দর্য, স্পন্দ, সংগীত এবং রঙে এই দ্বন্দ্ব পরিপূর্ণ।

যদি মানুষ দুর্বল হয়ে যন্ত্রকে তার উপর প্রভুত্ব করতে দেয়, তখন তা আর যন্ত্রের দোষ নয়, তা মানুষেরই সৃষ্টি যার নির্মাণ আর ধ্বংস সে-ই করে। অনেকে ক্ষুধাকে নিন্দা করেন যে তা মানুষকে অভিভূত করে ফেলে। মানুষের শ্বাসযন্ত্র হল ফুসফুস, দূরভাষ হল তার কান। এরোপ্লেনের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকানো আর গ্রামের গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ শব্দে গান শোনা এখন কাব্যিক বিচার নয়।

এটা হল পুরোপুরি রক্ষণশীল সংকীর্ণতা। লাঙল একসময় অদ্ভুত সৃষ্টি বলে গণ্য হত যা এখন ট্রাক্টর সম্পর্কে বলা চলে। মানুষের নতুন উপকরণ গঠনে অফুরন্ত প্রতিভাকে অস্বীকার করা মানে সামাজিক পরিবর্তনের বিশেষ নিয়মকেই অগ্রাহ্য করা এবং কোনো জাতশিল্পী তা করতে পারেন না। ''একজন শিল্পী উৎপাদন করে জৈব প্রক্রিয়ার মতো,'' বিখ্যাত মেক্সিকান শিল্পী রিভেরা দিয়েগো বলেছেন, ''যেমন একটি গাছ ফুল-ফল উৎপন্ন করে কিন্তু তাদের বিনষ্টিতে প্রতি বছর শোকার্ত হয়ে পড়ে না একথা জেনে যে পরের ঋতুতে আবার কুঁড়ি ফুটবে আর ফলের জন্মদান ঘটবে।'' শিল্প শুধু যা আছে, তাকেই প্রকাশ করে না, যা হতে পারে, তাকেও; শুধু তরলায়িত গড়পড়তা নয়, আকাঙ্ক্ষার ঘনীভবন, শুধু হতাশায় পূর্ণ পরাজয় নয়, সম্ভাবনার রূপান্তরও।

4. নিচের অংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন : 20

The world does not need extraordinarily talented people. It does not need highly skilled people either. It has plenty of super-intelligent people. We need ordinary people with extraordinary motivation. M. K. Gandhi was an ordinary man with amazing motivation to establish truth and justice. The Wright brothers were ordinary people with a dream of flying.

You can also achieve exceptional results if you are inspired with a higher ideal. Replacing 'inspiration' with 'information' has led to knowledge being viewed as drudgery rather than as pleasure. Education has degenerated to data being transmitted from teacher to the taught without igniting the minds of the young with a higher purpose.

How many of us wake up inspired, looking forward to a day of service? Who among us finds exhilaration in contributing to society? Life changes magically from boredom to excitement when you are inspired to serve. You redefine norms and achieve the impossible, paving the way to outstanding success. You find happiness at work, not in escaping from it. Most importantly, you evolve spiritually and attain Godhood.

Inspiration gives ordinary people the courage and hope to make life better for themselves and for the posterity. Find inspiration and life will transform into an exciting adventure of self-discovery.

5. নিচের গদ্যাংশটি ইংরেজিতে অনুবাদ করুন : 20

বিজ্ঞানের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে আজকে আমি যা বলব, তা তরুণদের কাছে তুলনামূলকভাবে সহজ হলেও বয়স্ক মানুষের কাছে বোঝার পক্ষে কঠিন মনে হবে। কারণ তরুণেরা এমন একটা গুণের অধিকারী, যা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়, তা হল কল্পনার গুণ। কল্পনা হল বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং তা তরুণদেরই দান করা হয়েছে। এ হল এমন গুণ যা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দুঃখজনকভাবে বাষ্পীভূত হয়ে যায়। কিন্তু এই গুণ আমাদের দুঃখিনী পৃথিবীর প্রচুর পরিমাণে দরকার এই সময়ে।

শেষ তিনটি শতাব্দীতে বিজ্ঞানের আবিষ্কার সমাজের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু সমস্ত মানুষ এটা বুঝতে পারে না যে, আমাদের জগৎ কিভাবে বিচলিত হচ্ছে অথবা তারা একে যন্ত্র করে দেখে না। নিউটনের সময় থেকে মানুষ উপলব্ধি করল যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের উপর ভর করে থাকা প্রয়োগবিদ্যা দিয়ে

জাগতিক সুখ এবং মুনাফা অর্জন করা যায়। তারপর লোকে বুঝল যে, তারা আরও বেশিদিন বাঁচতে পারে ঔষধের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটেছে বলে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সময় থেকে মানুষ জেনেছে যুদ্ধ জিততে হলে বিজ্ঞানের বাস্তব সাহায্য প্রয়োজন। অনেক বছর পার হবার পর একটা প্রায়োগিক বস্তুবাদ গড়ে উঠেছে; নতুন প্রায়োগিক জ্ঞানের জন্য দাবী ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, অনেক বেশি মানুষ বিজ্ঞানী ও প্রয়োগবিদ্ হচ্ছে।

6. *(a)* পদান্তর করুন (যে কোনো **পাঁচটি**) : 2×5=10

আনন্দ ; মুক্ত ; সূর্য ; ঘৃণা ; প্রেম ; ত্যাগ ; প্রবাহ ; ধৈর্য ; কেন্দ্র ; বসন্ত।

(b) বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন (যে কোনো **পাঁচটি**) : 2×5=10

কোমল ; স্বচ্ছ ; মিলন ; নির্দয় ; অর্থ ; আনন্দ ; অনাচার ; শিক্ষা ; উন্নতি ; সুন্দর।

(c) বিশিষ্টার্থে বাক্যে প্রয়োগ করুন (যে কোনো **পাঁচটি**) : 2×5=10

(i) শাঁখের করাত

(ii) আঙুল ফুলে কলাগাছ

(iii) তুলসী বনের বাঘ

(iv) বাঁশবনে শিয়াল রাজা

(v) দশের লাঠি একের বোঝা

(vi) অল্পদোষে গুরুদণ্ড

(vii) অর্ধচন্দ্র

(viii) বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন

(ix) কলির কেষ্ট

(x) রাখে হরি, মারে কে

(d) প্রতিশব্দ লিখুন (যে কোনো **পাঁচটি**) : 2×5=10

পশ্চাৎ ; নিপীড়ন ; চলচ্চিত্র ; গোপন ; সংঘর্ষ ;
অরণ্য ; পরিত্রাণ ; শহুরে ; যৌথ ; সংগ্রাম ।

★ ★ ★